ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের সঙ্গে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

দেশপ্রেমিক কর্মময় জীবনের নাম

ড. প্রতিমা পাল-মজুমদার

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। আমাদের প্রিয় ফরাস ভাই। অনেক ছোটবেলা থেকে আমার বড় ভাই মতিলাল পালের কাছ থেকে তার নাম শুনে শুনে আমি তাকে চিনি। মতিলাল পাল, যিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের একজন কৃতী ছাত্র, তিনি ফরাস ভাইয়ের মেধার কথা খুব গল্প করতেন।

তখনকার সময়ে মেধাবী ছাত্ররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সিএসপি হতেন। মেধাবী ছাত্র মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, তিনিও সিএসপি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে প্রথম সারির সিএসপি কর্মকর্তা হয়েছিলেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে তিনি চাকরি করেছেন। আমার যত দূর মনে পড়ে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই তিনি বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তার নিষ্ঠা, সততা ও পরিশ্রমের কথা খুবই সুবিদিত ছিল। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে নেটওয়ার্ক সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। চাকরি করাকালে তিনি সিএসপিদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে একটি ডাইরেক্টরি তৈরি করেছিলেন, যার নাম দিয়েছিলেন 'আপনজন'। এ নাম থেকেই বোঝা যায়, তিনি সহকর্মীদের কত ভালোবাসতেন এবং কত আপন ভাবতেন। আমার বান্ধবী রাফিয়া আক্তার ডলি (যিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় হুইপ ছিলেন), যার স্বামী ওয়ালীউর রহমান, যিনি নিজেও একজন প্রথম সারির সিএসপি কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি ফরাস ভাইয়ের এ সামাজিক বন্ধন সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেন। তার মুখেই শুনেছি 'আপনজন' সিএসপিদের মধ্যে যোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল।

তবে ফরাস ভাই সরকারি চাকরির উচ্চপদে থেকেও পরোপুরি খুশি থাকতে পারেননি। তার কাছে যেন মনে হয়েছিল, চাকরিতে তিনি তার মেধা পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারছেন না। তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা চলে গেলেন পিএইচডি করার জন্য। তিনি পিএইচডি শেষ করে দেশে চলে এসেছিলেন। ওই সময় যারা পিএইচডি করতে গেছেন, তাদের বেশির ভাগই বিদেশে থেকে যেতেন। কিন্তু আমাদের ফরাস ভাই দেশকে এত ভালোবাসতেন যে, বিদেশে থেকে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারেননি। ইউএনডিপিতে বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করার সুবাদে তিনি অনেক বছর বাইরে কাটিয়েছেন। তবে দেশ তাকে সবসময় টেনেছে। দেশের উন্নয়ন চিন্তায় তিনি অস্থির হতেন। দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে তার বেশকিছু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে আশি ও নব্বইয়ের দশকের দিকে। মানবসম্পদ উন্নয়ন চিন্তা থেকেই তিনি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কেবল অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, গ্রহণ করেছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব। তারই পরিচালনায় এ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর অনেক ছাত্রই আজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি নারী মানব-সম্পদ উন্নয়নের কথা চিন্তা করেছিলেন। তাই জেন্ডার স্টাডিজ বিষয়ে একটি বিভাগ খোলার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল তার। এজন্য তিনি আমাকে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বিআইডিএস ছেড়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেয়ার কথা চিন্তা করতে পারিনি।

দেশের অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর বোর্ড মেম্বার হিসেবেও তিনি মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তার গতিশীল নির্দেশনায় বিআইডিএস-এর গবেষণা বিষয়ে সংযোজন হয়েছে নতুন নতুন আর্থসামাজিক দিক।

তার গতিশীল পরিচালনার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) উন্নয়নে। কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠা হয়েছে এ ফাউন্ডেশন ১৯৯০ সালে। ফরাস ভাই এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হন সম্ভবত ১৯৯৪ সালে। মাত্র চার বছর বয়সের প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি তার মাত্র তিন বছরের গতিশীল পরিচালনায় একেবারে তরুণদের দক্ষতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। পিকেএসএফ সরকারের আর্থিক সহায়তায় দরিদ্রদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করার জন্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আমি এখন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য। তাই আমি জানি, ফরাস ভাই যখন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হয়েছিলেন, তখন পিকেএসএফ দারুণ অর্থসংকটে ছিল। যার জন্য দরিদ্রদের মধ্যে কর্ম সৃষ্টির জন্য পিকেএসএফ যথাযথভাবে ঋণ দিতে পারছিল না। ফরাস ভাই তার গতিশীল চিন্তা ও প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন, কেবল সরকারি অর্থ দিয়ে এ প্রতিষ্ঠান যথেষ্টভাবে দরিদ্রদের মধ্যে লাভজনক কর্ম সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই তিনি বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা শুরু করেছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন বিশ্বব্যাংক থেকে বিশাল এক অর্থ প্রাপ্তির। সে অর্থই পিকেএসএফকে বড় ধরনের এক ধাক্কা দিয়ে অনেকটা ওপরে তুলে দিয়েছিল। পিকেএসএফ-এ সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও ফরাস ভাই অনেক অবদান রেখেছিলেন। এখনো পিকেএসএফ-এর স্টাফরা শ্রদ্ধাভরে তাকে স্মরণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হয়েও তিনি গতিশীল ভূমিকা রেখেছিলেন। মনে আছে, সে সময়ে বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি খাতে বেশকিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল। এ উদ্যোগের উত্তরে বাংলাদেশের গত সরকারের অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, বর্তমান সরকার মুড়ি-মুড়কির মতো ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ মন্তব্যের উত্তরে ফরাস ভাই বলেছিলেন, 'দেশে যে ঋণ চাহিদা রয়েছে, তার একটি মাত্র ক্ষুদ্র অংশই ফরমাল ব্যাংকগুলো মেটাতে পারছে। যার জন্য আজ দেশের ব্যাংকগুলো ঋণ ব্যবসার এক বিরাট কর্মকাণ্ড ফেঁদে বসেছে। আজ বেসরকারি খাতে আরো কয়েকটি ব্যাংক স্থাপন করলেও প্রতিটি ব্যাংক লাভজনকভাবে পরিচালিত হবে।' তার এ দূরদর্শী মন্তব্য যে কত সত্য, আজ বাংলাদেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলো তা প্রমাণ করেছে।

শিল্প ঋণ সংস্থা ও সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি তার প্রজ্ঞা ও গতিশীল পরিচালনার সাক্ষ্য রেখেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি তার গতিশীল চিন্তা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন অত্যন্ত কম। এমনকি তাদের বেতন পার্শ্ববর্তী দেশের সরকারি কর্মচারীদের চেয়েও কম; যার জন্য অনেক সময়ই সরকারি কর্মচারীরা অসততার আশ্রয় নেন। তাই এবার বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে।

ফরাস ভাইয়ের জীবন অত্যন্ত কর্মময়। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমীও। যে প্রতিষ্ঠানেরই ভার নিয়েছেন, সেখানে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে নিরলসভাবে তার সবটুকু দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি আমাদের দেশের একজন রত্নসন্তান। দেশের এ রকম সন্তানদের অবদানের জন্যই আজ বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বসভায় জায়গা করে নিতে পারছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে একাগ্রভরে তার সুস্থ, সুখী ও আনন্দঘন দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

লেখক : গবেষক